মুজিবনগর উপজেলায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালীতে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৭০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মুদিখানা, হোটেলসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় মোনাখালী মেসার্স মহিদুল স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে ফ্রিজে ও র্যাকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়, এছাড়া মেয়াদ মুল্যবিহীন পণ্য বিক্রয় ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ মহিদুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স শাহীন রেস্তোরাঁ এর মালিক মোঃ শাহীনকে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা পরিবেশে খাবার ও মিষ্টি তৈরি এবং মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪৩ ধারায় সতর্কতামুলক ২,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ জিবরাইল হোসেন, মেহেরপুর জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর পুলিশ একটি টিম।

পরে জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস এর উদ্বোধন

মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কলেজে হল রুমে অনুষ্ঠিত হয় ওরিয়েন্টেশন ক্লাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি লিউজা উল জান্নাহ।

বিশেষ অতিথি কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম বিশ্বাস ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এম ফজলুল করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জাহিদুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ শাহী-উদ্দীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জেলা রোভার স্কাউটস এর কোষাধ্যাক্ষ এস এম রফিকুল আলম-বকুল।

অনুষ্ঠানে নুতন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরন করে নেওয়া হয় কলেজের পক্ষ থেকে। প্রথম দিনেই ছাত্র ছাত্রীদের হাতে ক্লাস রুটিন ও কলম উপহার দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিউজা উল -জান্নাহ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামুলক ও মানবিক এবং বিনয়ী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস,লেখাপড়া ও শিক্ষক ও গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানান।

মুজিবনগরে সবুজায়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর কে সারা বাংলাদেশ এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে শুরু হয়েছে”সবুজ মুজিবনগর পরিচ্ছন্ন মুজিবনগর” কর্মসূচি।

স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী বাংলাদেশ প্রথম সরকারের শপথ ভূমি ঐতিহাসিক মুজিবনগর একটি বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।যেখানে সারা বছরই দেশ-বিদেশের অনেক পর্যটক মুক্তিযুদ্ধকে জানতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কে জানতে এই ঐতিহাসিক মুজিবনগরে আসেন। ঐতিহাসিক স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ বাতায়নে গড়ে তোলার জন্য মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন গ্রীন মুজিবনগর ক্লিন মুজিবনগর এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে পিকনিক কর্নার সহ সমস্ত মুজিবনগরকে একটি সুন্দর পরিছন্ন মুজিবনগর হিসাবে গড়ে তুলতে সবুজায়ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,টুরিষ্ট পুলিশ ওসি হাবিবুর রহমান, বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক,মুজিবনগর অনন্যা পার্কের পরিচালক হাসানুজ্জামান লাল্টু।

এ সময় মুজিবনগরে আসা সকল পর্যটকদের ব্যাবহারকৃত আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উপজেলা প্রশাসনের অর্থায়নে ডাস্টবিন হিসাবে ২০ টি প্লাস্টিকের ড্রাম স্থাপন করা হয়। যাতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর প্রতিদিনের আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে তা ধ্বংস করতে পারে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে পিঠা উৎসব

শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে পিঠা। প্রতি শীতেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

আজ বুধবার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ২৩টি স্টল সাজিয়েছিলেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শত রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠা। ভোজন রসিকরাও এসে পিঠা খেয়ে নানা প্রশংসা করছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতির জন্য।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। গ্রামীণ লোকজ ঐতিহ্য নাম ছিল স্টল গুলোর। শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। শোভা পাচ্ছে- পিয়াসা, পাটি সাপটা, আন্দসা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ ১১১ ধরণের পিঠা সাজানো রয়েছে ২৩টি স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রোকাইয়া খাতুন ও সুমাইয়া খাতুন জানান, পিঠা উৎসব পিঠা পুলির সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। এ আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মরা যেমন হরেক রকম পিঠার সাথে পরিচিত হতে পারছে তেমনি স্বাদ নিতেও ভুলছেন না। এমনি আয়োজন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করা উচিৎ। একই কথা জানিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিনথীয়া ও শাহানাজ ইসলাম।

পিঠা উৎসব উপভোগ করতে আসা স্কুল শিক্ষিকা জাকিয়া সুলতানা জানান, বিদেশী অনেক খাবার আমাদের দেশে জায়গা করে নিয়েছে। যার ফলে

মায়েদের হাতের অনেক পিঠা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর পিঠা উসবের আয়োজন করা হলে নতুন প্রজন্ম দেশি পিঠায় পরিচিত হতে পারবে।

কলেজ শিক্ষিকা নিলুফার চৌধুরী জানান, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শীতকালে নানা ধরণের পিঠাপুলি তৈরী হয় প্রতিটি বাড়িতে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। পিঠা উৎসবের আয়োজন এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পিঠা উৎসবে আসা অতিথি গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ অব্দুর রাজ্জাক জানান, অনেক পিঠার সাথেই আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পিঠার নাম জানা থাকলেও স্বাদ মনে নেই। আজকের এই পিঠা উৎসবে অনেক পিঠা খেয়ে ছোট বেলার অনেক স্মৃতিই মন করিয়ে দেয়। এভাবে শীতভর পিঠা উৎসব হোক গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাংলা বিভাগ রমজান আলী জানান, ছোট বেলায় মায়েরদের হাতের পিঠা পুলির স্বাদে সময় কাটতো। শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠাপুলি তৈরী করা হতো। জামাই আদর ও আত্নীয়তাও করা হতো মুখরোচক ও বাহারী পিঠা দিয়ে। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছরই করা হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ খোরশেদ আলম জানান, শীতের শেষের দিকে হলেও আমরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে বিলুপ্তি হওয়া সহ নতুন নতুন পিঠা নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পিঠা খেতে এসেছেন। আমাদের এই উৎসবে যারা এসেছেন তাদের দাবীর পেক্ষিতে প্রতিবছরই এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন হবে। এছাড়াও উৎসবে পিঠা নিয়ে অংশ গ্রহনকারিদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে।

সাবেক এমপি মকবুলের ভাগ্নে

সবুজের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও প্রকাশক এম এ এস ইমন বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর, মানি স্যুট-০১/২০২৩। গত ৩০ জানুয়ারি সেমাবার শুনানি শেষে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: বেলাল হোসেন আসামী সবুজ হোসেনের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। আগামী ০৬ এপ্রিল মামলার পরবর্তি দিন ধার্য করা হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের আইনজীবী নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ড বাগানপাড়ার বাসিন্দা সবুজ হোসেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের ভাগ্নে। তিনি বাদীগণের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ১৩ মে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারে তিনি মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেনের ভাগ্নে বলে পরিচয় দেন। তিনি এজাহারে দাবি করেন বাদীগণ তাহাদের মেহেরপুর প্রতিদিন প্রিন্ট ও একই নামে প্রচারিত অনলাইন পত্রিকা www.meherpurpratidin.com এ ২০২০ সালের ১ মে তারিখে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” মর্মে একটি মিথ্যা, ভিত্তিহীণ ও মানহানিকর সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করেন। এবং যাহার ফলে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার উপক্রম হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেন।

উল্লেখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে গাংনী থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার মামলা নং ১২, তারিখ- ১৩/০৫/২০১০ ইং ধারা- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫(২), ২৯ (১), ৩১ (২) ও ৩৫(২) মতে নিয়মিত মামলা রুজু করেন। যাহা বিজ্ঞ আমলী আদালতে জি.আর-১৮/২০২০ (গাংনী) মূলে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে মামলাটি বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা’তে সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৮০/২০২১ (খুলনা) মূলে নিবন্ধিত হইয়া বিচারাধীন থাকাবস্থায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক, প্রকাশকসহ ওই মামলার আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে বিগত ইং ২৩/০২/২০২২ তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫ (প) ধারামতে বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিকভাবে অব্যাহতি (Discharge) এর আবেদন করেন। বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল

খুলনার বিজ্ঞ বিচারক তার প্রেক্ষিতে বিগত ২০২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে মামলার আসামীগণ (বর্তমান বাদীগণ) কে মামলার দায় হইতে অব্যহতি প্রদান করেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের মামলার এজাহারে আরো জানা গেছে, প্রকৃতপক্ষে, আসামী সবুজ হোসেনের মামা সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জিনারুল হক এর বাড়ীর ভাড়াটিয়া। দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ মোঃ মকবুল হোসেন নামমাত্র ভাড়ায় থাকাবস্থায় বাড়িওয়ালা বাড়ি সংস্কারের নিমিত্ত্বে জনাব মোঃ মকবুল হোসেন সাহেকে বাড়ি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহার ক্ষমতার প্রভাবে উক্ত বাড়ির দখল ছাড়িতে অস্বীকার করেন। বাড়িওয়ালা জনাব মোঃ জিনারুল হক বর্তমান বিবাদীর মামাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়াও ব্যর্থ হইয়া বিভিন্ন স্থানে ও দপ্তরে ধর্না দিয়াও ফলাফল না পাইয়া ১নং বাদীর দপ্তরে আসিয়া বহুল প্রচলিত ও সনামধন্য “দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন” পত্রিকায় খবর প্রকাশের অনুরোধ করিলে এই ১ নং বাদী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন অডিও ও ভিডিও রেকর্ডীং সহ ঘটনার সত্যতা পরিলক্ষিত করিয়া সমাজের দর্পন হিসাবে উল্লেখিত সংবাদ প্রকাশ করেন।

সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ হওয়ারে দেড়মাস পরে ভাড়া বাড়িটি ছাড়িয়া দেন। উক্ত নিউজের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কারণেই তিনি বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু বিবাদী সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি মূলে তাহার রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করিবার মানসে এই বাদীগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া আর্থিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং বাদীগণের মর্যাদার হানী ঘটাইয়াছে। যাহার ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১১ মে মেহেরপুর প্রতিদিনে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয় একযোগে প্রিন্ট ও অনলাইন ভার্সনে। যে সংবাদটি অনলাইন থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পাঠক পড়েছেন।

মুজিবনগরে অবৈধ টাক্টর ট্রলীর ধাক্কায় ২ জন আহত

মুজিবনগরে রাস্তার রাজা অবৈধ ট্রাক্টর টলির ধাক্কায় ভাই বোন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর বারটার দিকে মুজিবনগর-দর্শনা প্রধান সড়কের বাগোয়ান পলি মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হল মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের আয়নাল হকের ছেলে নাফিজ (২০) ও মেয়ে শাহনাজ (২৫)।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, নাফিজ তার বোনকে সঙ্গে মোটর সাইকেল করে দর্শনা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এ সময় সদর উপজেলা আশরাফপুর গ্রামের সাত্তার মিয়ার এসবিআর ভাটার একটি মাটি বাহনকারী ট্রাক্টর টলি আচমকা ঘুরতে গিয়ে সামনে এসে পড়লে মোটর সাইকেলের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন নাফিজ ও তার বোন শাহনাজ।

স্থানীয়রা জানান,বল্লভপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে বাগোয়ান পুরাতন ইটভাটার পাশে নজরুল ইসলামে মোল্লার পুকুর থেকে ইটভাটায় মাটি বিক্রয় করা হচ্ছে। এই মাটি বহনের জন্য ট্রাক্টর টলি সকাল থেকে রাত অবধি অবাধে যাতায়ত করছে। মুজিবনগর দর্শনা প্রধান সড়ক থেকে পুকুরের রাস্তায় প্রবেশের সময় চালক আশরাফপুর গ্রামের মজনু

ট্রাক্টরটি কোন প্রকার সিগন্যাল ছাড়াই আচমকা পুকুরের দিকের সড়কের মোড় নেয় সময় মোটরসাইকেলের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। পিচের রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মোটর সাইকেলে আরোহী ভাই-বোন।

স্থানীয়রা গুরুতর আহত ভাইবোনকে দ্রুত উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। বোনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং ভাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তার বাড়ি মেহেরপুর সদর হয় তাকেও মেহেরপুরে সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

গাংনীতে বেদে যাযাবরদের হাতে পাখি নিধন, প্রশাসনের হস্থক্ষেপে বন্ধ

গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে বহিরাগত বেদে যাযাবররা অস্থায়ী স্থাপনা গেড়ে প্রতিনিয়ত শিকার করছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পাখিদের শিকার করে মুখরোচক খাবার হিসেবে খাচ্ছে তারা। সকাল হলেই গুলতি নিয়ে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ছেন বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন। গ্রামের বিভিন্ন বাগান ও বাড়ির আঙ্গিনার গাছে বসে থাকা পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে পাখিদের।

এতে এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পাখি। বেদে যাযাবরদের অনেককেই গুলতি হাতে পাখি শিকারের চিত্র দেখা গেছে গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের অভ্যন্তরে। পাখি শিকারের বিষয়টি স্থানীয়রা প্রশাসনকে জানালে তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধ করে দেন উপজেলা প্রশাসন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে ভাটপাড়া কাজলা নদীর পাড়ে ডিসি ইকোপার্কের পার্শে ১০০ জনের একটি বেদে যাযাবরের দল স্থাপনা গেড়ে বসবাস শুরু করেন। সকালে যাযাবর সম্প্রদায়ের নারীদল বিভিন্ন তাবিজ ও গাছ গাছড়া বিক্রি ও সাপ খেলা দেখানোর জন্য উপার্জনে বের হন গ্রামে গ্রামে। যাযাবরদের অনেক পুরুষ গুলতি ও পাখি শিকারের নানা সরঞ্জাম নিয়ে বের হন পাখি শিকার কাজে। বন বাদার ও বিভিন্ন বাড়ির আঙ্গিনায় থাকা ঘুঘু,শালিক,বক শিকার করে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে ইকোপার্কের অভ্যন্তরে শতবর্ষী অনেক গাছেই ঘুঘু শালিক বাসা বেঁধেছে। এসকল পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে বেদে যাযাবরদের হাতে। পাখি শিকারের বিষয়ে

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ রনি খাতুনকে সংবাদ দেয়া হলে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বেদে যাযাবরদের শতর্ক করেন এবং পাখি শিকার বন্ধ করেন।

বেদে যাযাবরদের সর্দার আব্দুস সাত্তার জানান, পাখি শিকার বন্ধের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধ করে গেছেন। আমি আমাদের এখানকার সকলকে নিষেধ করেছি। এখন থেকে আর কোন ব্যাক্তি পাখি শিকার করবেনা।

সাহারবাটি ইউনিয়ন ভ’মি সহকারি কর্মকর্তা নুরুল হুদা জানান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাখি শিকার বন্ধের জন্য আমাকে নির্দেশনা দেয়া হলে আমি তাৎক্ষনিক বেদে যাযাবরদের কাছে যায় এবং তাদের নিষেধ করলে তারা আর পাখি শিকার করবেনা বলে প্রতিশ্যতি দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পাখি সংরক্ষণ কমিটি (বার্ড ক্লাব) এর সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক জানান, পাখিদের অভায়াশ্রম না থাকায় জেলা থেকে অনেক পাখি বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের প্রজননের যথাপোযুক্ত পরিবেশ না থাকায় পাখিরা তাদের বংশ বিস্তার করতে পারছেনা। ফলে যে পাখিগুলি আমাদের অঞ্চলে আছে সে পাখিদের রক্ষা করা প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ দায়িত্বে পাখি শিকারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে পাখি শিকার বন্ধ হবে। বিশেষ করে বেদে যাযাবরা পাখি শিকার করলে তাৎক্ষণিক প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন (ভারপ্রাপ্ত) জানান, পাখি শিকার দন্ডনীয় অপরাধ। স্থানীয়রা আমাকে এবিষয়ে জানিয়েছেন। আমি তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধের জন্য নিদের্শনা দিয়েছি। এর পরেও যদি কেউ পাখি শিকার করে তাহলে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর মহাম্মদপুরে কৃষকের সেচ পাম্পের চারটি ট্রান্সফরমার চুরি

গাংনীতে ফসলের মাঠ থেকে সেচ পাম্পে ব্যবহৃত চারটি ট্রান্সফরমার চুরি করেনিয়ে গেছে সঙ্গবদ্ধ চোরের দল।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর সীমানা মাঠের কৃষক লিটন আলী ও সবুজ আলীর দুটি বৈদ্যতিক খুটি থেকে চারটি ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে গেছে।

কৃষকরা আজ মঙ্গলবার সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে চুরির ঘটনা চোখে পড়ে। ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ায় বোরো চাষসহ অন্যান্য ফসলে সেচ দেওয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে ঐ এলাকার দেড়শতাধিক চাষি। চুরি প্রতিরোধে ট্রান্সফরমারে রডের খাচা দিয়ে তালাবদ্দ করা সহপাহার দিয়েও কৃষকরা রক্ষা করতে পারছে ট্রান্সফরমার চুরি।

কৃষক সবুজ আলি বলেন, গতকাল রাত ৯টার দিকে এই সেচপাম্প থেকে রাতে বোরো ধান লাগানোর জন্য জমি প্রস্তুুত করার সময় সেচ দিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে যায়। সকাল থেকে ধান রোপন করা হবে। অথচ সকালে এসে দেখি চারটি ট্রান্সফরমার চুরি কেও নিয়ে গেছে। এখন কিভাবে অন্য কৃষকদের জমিতে সেচ দেব।

মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুত সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের উপ মহাব্যবস্থ্পক মোঃ আবু হানিফ জানিয়েছেন, গতকাল (সোমবার) রাতে গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের মাঠ থেকে চারটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। পুর্বে আরো হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা একাধিকার থানায় মামলা করেছি। একটি কুচক্রি মহল এর সাথে জড়িত। এরা যতক্ষন পর্যন্ত ধরানা পড়ছে এ চুরি রোধ করা সম্ভব নই। প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি এদের সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। এতে কৃষকের বিশাল ক্ষতি। বিদ্যুত বিভাগের পক্ষ থেকে দ্রুতব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে কৃষিকাজ চলামান থাকে।

মেহেরপুরে সুখসাগর পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা

আমদানি নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই সুখসাগর পেঁয়াজর বীজ উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখছেন মেহেরপুরের কৃষকরা। পেঁয়াজ বীজ বপনের মৌসুমে ভারত থেকে আমদানী নির্ভরশীল থাকতে হতো জেলার পেঁয়াজ চাষিদের।

বীজ সংকটের কারনে অনেকেেই চড়া দামে সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ বীজ

কিনতেন। প্রয়োজনের তাগিদে আমদানি নির্ভর না থেকে নিজ ক্ষেতেই পেঁয়াজ বীজ উৎপন্ন করছেন কৃষকরা । নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরও সরবরাহ করছেন অন্যান্য চাষিদেও কাছে। এতে উৎপাদন ব্যয় অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং অধিক মুনাফা আয় করছেন। কৃষি বিভাগ বলছেন কৃষকরা আমদানী নির্ভর না থেকেই নিজেদের উৎপাদিত বীজ দিয়ে যে সুখ সাগর পেঁয়াজ চাষ শুরু করেছেন তা কৃষিতে একটি ইতিবাচক দিক। বীজ উৎপাদনে চাষিদেরকে প্রয়োজনিয় সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

জেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় এবছর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে ২৭ হাজার ৭৭৫ হেক্টর। এতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৫ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসে পেঁয়াজ বীজ বপন করা হয়ে থাকে। জানুয়ারী মাসের দিকে পেঁয়াজ বাজারজাত করা হয়। আর বীজ উৎপাদন হয় মার্চ মাসের শেষের দিকে। তবে জেলার পেঁয়াজ চাষিরা বীজ উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পুররুনের পাশাপাশি জেলার বাইরের কৃষকদের কাছে বিক্রি করেও মোটা টাকা আয়করছেন বলে জানান, কৃষি অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার। এছাড়াও কৃষি গবেষণাগার থেকে বারি-৪ জাতের পেঁয়াজেরও ভাল ফলন পাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

জানাগেছে, মেহেরপুর জেলায় বিগত চার বছর যাবত সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করছেন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় একই খরচে দ্বিগুন পেঁয়াজ উৎপাদন করছেন তারা। পেঁয়াজের প্রচলিত জাত তাহেরপুরি,বারিফোর, নাসিকা রেড ও ফিপটি-৫০ জাতের পেঁয়াজ উৎপাদন হতো। পরে ভারত থেকে সুখ সাগর পেঁয়াজ বীজ পাওয়ায় এজাতের পেঁয়াজ আবাদে ঝুঁকে পড়েন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের ফলন পাচ্ছেন দ্বিগুন।

বপনকালীণ সময়ে বীজ সংকট দেখা দিলে বেশি মুল্য দিয়ে বীজ কিনতে হতো,এবং ভেজাল বীজে ফলন বিপর্যয়ে চাষিদের লোকসান গুনতে হতো। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের কাজ শুরু করেন মুজিবনগর উপজেলার প্রায় অর্ধশত চাষি। এতে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ কেজি বীজ উৎপাদন হয়। নিজেদের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বীজ বিক্রি করেই লক্ষাধিক টাকা আয় করে অনেকেই সাবলম্বি হচ্ছেন। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ২ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। শুধু বীজই নয়,ফুল থেকে বীজ সংগ্রহ করার পর গাছ থেকে পেঁয়াজ পাওয়া যায় বিঘা প্রতি ৩৫ থেকে ৪০মন। একই সাথে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন চাষিরা। পেঁয়াজ চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পল্লী কর্ম সহায়ক

ফাউন্ডেশন অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। জেলার মুজিবনগর উপজেলায় ১০ থেকে ১৫টি প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও বীজ উৎপাদনে নানা মুখি পরামর্শ দিচ্ছেন।

মুজিবনগর বিদ্যাধরপুর গ্রামের কৃষক ইদুল ইসলাম জানান, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পেঁয়াজের আবাদ করেন। সুখ সাগর পেঁয়াজের জাত পাওয়ার পর চার বছর থেকে এজাতের পেঁয়াজ চাষ করছেন। প্রতি বিঘা জমিতে তিনি ৫৫ থেকে ৬০মন পেঁয়াজ পেয়েছেন। বীজ বপনের সময় বীজের সংকট ও মুল্যবৃদ্ধির কারনে চাহিদা অনুযায়ী আবাদ করতে পারতেননা। পরে পলাশপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিরি কৃষি অফিসারের পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে এক বিঘা জমিতে সুখ সাগর পেঁয়াজ আবাদ করেন। সেখান থেকে প্রায় ৮০ কেজি বীজ উৎপন্ন হয় এবং একই গাছ থেকে প্রায় ৪০ মন পেঁয়াজ বিক্রি করেন। পেঁয়াজ ও বীজ বিক্রি করে এক বছরে আয় করেন তিন লক্ষাধিক টাকা। তার পর থেকে তিনি সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করছেন। তার দেখাদেখি অনেকেই বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

দারিয়াপুর গ্রামের কৃষক শাহাবুদ্দিন জানান, আমাদের মুজিবনগর উপজেলায় শতভাগ চাষিরা সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের আবাদ করেন। ভারত থেকে আমদানি নির্ভর না থেকে এখন নিজেরাই বীজ উৎপাদন করছেন। এতে বীজ কেনার টাকাও লাগছেনা আবার বীজ নিয়ে প্রতারিত হতে হচ্ছেনা তাদের। উপরন্ত একই জমি থেকে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি জমিতে তিন থেকে চার লাখ টাকা আয় হয় বলেও জানান তিনি।

খানপুর গ্রামের কৃষক ইউনুস আলী জানান, আমাদের উৎপাদিত সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বাইরের জেলাতে বিক্রি হচ্ছে। পেয়াজ উৎপাদনের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনে অনেক বেশি লাভ। কারন একটি পেঁয়াজ গাছের ফুল থেকে বীজ পাচ্ছি এবং শিকড় থেকে পেঁয়াজ পাচ্ছি। আমি প্রতি বছর সুখ সাগর জাতের বীজ কিনতাম বাজার থেকে। এতে অনেক টাকা বেশি খরচ হয়ে যেত। এখন আমি নিজেই বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছি। এতে সার্বিক সহায়তা করছেন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। তাদের নিজস্ব কৃষি অফিসার আমাদের জমিতে এতে পরামর্শ দিয়ে যায়। কয়েক বছর ধরে সুখ সাগর জাতের বীজ উৎপাদন করে অনেক কৃষককেরই ভাগ্য বদলে ভাসছেন সুখের সাগরে।

পিএসকেএস এর কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোস্তফা রাব্বি জানান,

মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব ফসল ফলানোর জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে পেঁয়াজ চাষের জন্য যে আবহাওয়া ও মাটি তা সুখ সাগর পেঁয়াজের ব্যপক ফলন পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র মুজিবনগর উপজেলাতে রয়েছে শতাধিত পেঁয়াজ চাষি। যারা শুধুমাত্র সুখ সাগর পেঁয়াজের আবাদ করেন। এতে প্রতিবছর এক বিঘা জমির জন্য বীজ খরচ লাগতো প্রায় ১০ হাজার টাকা। পরে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা এখন বীজ উৎপাদন করে ৩/৪ লাখ টাকা আয় করছেন। সোনার বাংলায় সোনা ফলানো সম্বব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহঃ মোশাররফ হোসেন জানান, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আয়তায় পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ১৫টি প্রদর্শনি দেয়া হয়েছে। চার বছর যাবৎ প্রদর্শনির মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে বীজ উৎপাদনে সাবলম্বি করে তোলা হয়েছে। এখানকার একজন কৃষক তিন মাসের ব্যবধানে শুধুমাত্র বীজ উৎপাদন করে আয় করছেন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। আমাদের সাথে পরামর্শ নিয়ে অনেকেেই বীজ উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্জ্বলন এবং পরে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিঙ্কন বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুজ্জামান। অন্যদের মধ্যে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম, সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, বজলুর রহমান,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সুশীল চক্রবর্তী, সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান,নাসির উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক আব্দুস সালাম,ইমরান হোসেন, সাদ্দাম হুসাইন প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।